



ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মোবাইল আর্থিক সেবাখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

কাজী আমিনুল হাসান, মোহাম্মদ নূরে আলম

২৭ মে ২০২৫

- মোবাইল আর্থিক সেবা বা এমএফএস বলতে একজন গ্রাহকের মোবাইল ফোন নম্বরকে হিসাব/অ্যাকাউন্ট বিবেচনা করে ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদান করাকে বোঝায়, যেখানে লেনদেনের হিসাব ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়
- নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত এবং আর্থিক লেনদেনকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০১১ সালে বাংলাদেশে এমএফএস চালু হয়
- বাংলাদেশ ব্যাংক এই খাতের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ও তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এখাতের অন্যতম অংশীজন
- বাংলাদেশে বর্তমানে ১৩টি প্রতিষ্ঠান মোবাইল আর্থিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী -
 - নিবন্ধিত ব্যক্তিগত হিসাব/অ্যাকাউন্টের সংখ্যা প্রায় ২৩.৭ কোটি; এর মধ্যে সক্রিয় হিসাব প্রায় ৩৭.৬%
 - নিবন্ধিত ব্যক্তিগত হিসাবধারীদের মধ্যে পুরুষ ৫৮.৪% এবং নারী ৪১.৬%
 - নিবন্ধিত মার্চেন্ট হিসাবের সংখ্যা প্রায় ১৫.৪ লাখ
 - অর্থ লেনদেনের পরিমাণ মাসে প্রায় ১,৬৪,৭৪০ কোটি টাকা; দৈনিক গড়ে প্রায় ৫,৩১৪ কোটি টাকা
 - কর্মরত এজেন্ট সংখ্যা প্রায় ১৮.৩ লাখ

- সেবার বৈচিত্ৰ্য, সহজ লেনদেন প্রক্রিয়া, লেনদেনের বর্ধিত সীমা, সরকারি প্রণোদনা প্রাপ্তির সুযোগ ইত্যাদি কারণে বর্তমানে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এমএফএসের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে
 - ২০২৩ সালে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে সার্বিকভাবে ৫১.৭% কোনো না কোনো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা এমএফএস এর হিসাবধারী ছিল; শুধু ব্যাংক হিসাবধারীর হার ২৮.৩% এবং শুধু এমএফএস হিসাবধারীর হার ৪৭.৮% (বিবিএস, ২০২৪)
 - সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতা বিতরণে এমএফএস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে
 - এমএফএস ব্যবহার করে বিদেশ থেকে রেমিটেন্স আসার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে - ২০২৪ সালে এমএফএস-এর মাধ্যমে বিদেশ থেকে বৈধ প্রক্রিয়ায় আসা মোট রেমিটেন্সের পরিমাণ প্রায় ১০,৭৮৬ কোটি টাকা (বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০২৫)

- বাংলাদেশের শ্ৰেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-২০৪১) মোবাইল ও ডিজিটাল শ্ৰযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী ও শ্ৰান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক খাতে অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে
- টেকসই উন্নয়ন অর্ভীষ্টে (এসডিজি) আর্থিক সেবা শ্ৰাপ্তিতে নারী-পুরুষ বৈষম্যের অবসান (লক্ষ্যমাত্রা ১.৪); আর্থিক সেবায় সকলের শ্ৰবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট শ্ৰতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি (লক্ষ্যমাত্রা ৮.১০); অবৈধ অর্থ শ্ৰবাহ হ্রাস (লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৪); কার্যকর, জবাবদিহি ও স্বচ্ছ শ্ৰতিষ্ঠানের বিকাশ (লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৬) এবং সকল শ্ৰকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস (লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫) করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে
- বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় এমএফএস খাত সম্পর্কিত কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন গবেষণা, শ্ৰবন্ধ, শ্ৰতিবেদন ও গণমাধ্যমে শ্ৰকাশিত হলেও এ খাতে সুশাসন পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত নিবিড় গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান
- দেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত নিয়ে টিআইবির নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এমএফএস খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়

প্রধান উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. এমএফএস খাতসংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো ও এর পরিপালন পর্যালোচনা করা
২. সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের আলোকে এ খাতের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ব্যবস্থা এবং সক্ষমতা ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করা
৩. এমএফএস খাতে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা চিহ্নিত করা
৪. গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা

- বর্তমানে এমএফএস প্রদানকারী ১৩টি প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিএফআইইউসহ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের এমএফএস সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে
- এমএফএসপি'র নিবন্ধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া, ব্যবসা মডেল, মালিকানা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ধরন, বিনিয়োগ, আর্থিক লেনদেন, নিষ্পত্তি ও পরিশোধ ব্যবস্থা, গ্রাহকসেবা, গ্রাহক তথ্যের সুরক্ষা ও গোপনীয়তা, অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে

- মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা; গুণগত এবং পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ	<u>জরিপ</u>	তিন পর্যায় বিশিষ্ট স্তরায়িত নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে <u>৩২টি জেলায় ১,৭৮৪ জন</u> ব্যক্তিগত হিসাবধারী, <u>৪২৯ জন</u> মার্চেন্ট হিসাবধারী এবং <u>৬৬৪ জন</u> এজেন্টের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ
	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএফআইইউ, সিআইডি, এমএফএসপি এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা; গবেষক, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, ব্যক্তিগত হিসাবধারী, এজেন্ট এবং পরিবেশক
পরোক্ষ	তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা	এমএফএস খাত সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও বিধি, প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য-উপাত্ত, গবেষণা প্রতিবেদন, বই, সংবাদপত্র এবং সংশ্লিষ্ট নথি

- তথ্য সংগ্রহের সময়: নভেম্বর ২০২৩ - মে ২০২৫
- গবেষণায় অধিকাংশ এমএফএসপি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন তথ্য প্রদানে সময়ক্ষেপণ, অসহযোগিতা ও আংশিক তথ্য প্রদান করে; মাই ক্যাশ এবং বিটিআরসি তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে

বিশ্লেষণ কাঠামো

৮

নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ
আইনি কাঠামো	ব্যবসা মডেল, বিনিয়োগ, নিবন্ধন, লাইসেন্স গ্রহণ, মালিকানা ও পরিচালন, সেবামূল্য নির্ধারণ, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা পর্যালোচনা
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (এমএফএসপি এবং নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠান), ই-কেওয়াইসি ও গ্রাহক অন্তর্ভুক্তি, নিষেধাজ্ঞার তালিকাভুক্ত ব্যক্তির তথ্য যাচাই (স্যাংশন স্ক্রিনিং), গ্রাহক সেবা, আন্তঃলেনদেন কার্যক্রম, পরিবেশক ও এজেন্টদের প্রশিক্ষণ, বাজার প্রতিযোগিতা, গ্রাহক তথ্যের সুরক্ষা
স্বচ্ছতা	প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, বার্ষিক প্রতিবেদন, আর্থিক প্রতিবেদন, সেবার বিবরণ (সেবার ধরন, সেবামূল্য, শর্তাবলি) ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশ
অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা (নিবন্ধন, লাইসেন্স গ্রহণ, বিনিয়োগ, মালিকানা ও পরিচালন কাঠামো, সেবামূল্য, বিপণন ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি), অর্থ পাচার ও সন্দেহজনক লেনদেন, জালিয়াতি ও প্রতারণা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নীতি প্রভাব
জবাবদিহি	নিরীক্ষা ও অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা (এমএফএসপি এবং নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠান)

ফলাফল

সুপারিকল্পিত, সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ আইনি কাঠামো প্রবর্তন না করা

- ২০১১ সালে যাত্রা শুরু হলেও ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত গাইডলাইনের মাধ্যমে এমএফএস খাত পরিচালিত হয়েছে; ২০১৮ সালে এ খাতের জন্য একটি বিধিমালা জারি করা হয় এবং ২০২২ সালে তা সংশোধন করে নতুন বিধিমালা জারি করা হলেও এখনো পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করা হয়নি
- আইনি কাঠামোর পরিবর্তন ও সংশোধন প্রক্রিয়ায় এখাতের বিদ্যমান ব্যবস্থার পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও পরিকল্পনায় ঘাটতি লক্ষণীয়
 - ২০১১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন তদারকি ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন মডেলে এমএফএস ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা জারি করা হয়
 - কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে তা নিয়ে শুরু থেকে বিতর্ক (প্রযুক্তিভিত্তিক স্টার্ট-আপ এবং ব্যাংকভিত্তিক উদ্যোগ) থাকলেও বাংলাদেশ ব্যাংক তা সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চাকে গ্রহণ করেনি
 - সাবসিডিয়ারি বা ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন মডেলে পরিচালিত এমএফএসপি'র কার্যক্রমের সফলতা বা ব্যর্থতা যথাযথভাবে পর্যালোচনা না করে ২০১৮ সালের বিধিমালায় সাবসিডিয়ারি মডেলকে বাধ্যতামূলক করা হয়
 - ২০২২ সালের বিধিমালায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে ব্যবসার পরিচালনার সুযোগ রাখা হলেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সে সুযোগ দেওয়া হয়নি

আইনি সীমাবদ্ধতা: প্রতিষ্ঠানভেদে বৈষম্যমূলক মডেল ও শর্তারোপ

আইন/বিধি	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি
<p>লাইসেন্স প্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ চলমান মডেল অথবা সাবসিডিয়ারি গঠনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করতে পারবে; নতুন লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেকোনো ব্যাংক, আর্থিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাবসিডিয়ারি গঠন বাধ্যতামূলক [বাংলাদেশ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) রেগুলেশন, ২০২২; বিধি ৬.১]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ এমএফএসপি ব্যবসা পরিচালনার জন্য একক মডেল বা পরিচালন কাঠামোর বিধান নেই ■ পুরাতন এমএফএসপি'র ক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারি গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়নি - যা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বৈষম্য তৈরি করছে ■ বিধিমালায় টেলকোসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ রাখা হয়নি ■ এ খাতে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা থাকা সত্ত্বেও মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ রাখা হয়নি
<p>ঝুঁকি নিরসনে সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ৪৫ কোটি টাকার ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন (পেইড-আপ ক্যাপিটাল) রাখতে হবে [বাংলাদেশ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) রেগুলেশন, ২০২২: বিধি ৬.২]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ব্যাংক নেতৃত্বাধীন এমএফএসপি'র ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন রাখা সম্পর্কিত বিধান নেই

আইনি সীমাবদ্ধতা: সেবামূল্য নিয়ন্ত্রণের সুযোগ না থাকা

আইন/বিধি	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি
এমএফএসপিসমূহ আদায়যোগ্য সেবামূল্য প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিতে নির্ধারণ করবে এবং তা বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে [বাংলাদেশ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) রেগুলেশন্স, ২০২২: বিধি ৯]	<ul style="list-style-type: none"> ■ সেবামূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে এমএফএসপি'র ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ■ বিধিতে সেবামূল্য নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পৃক্ততার সুযোগ রাখা হয়নি

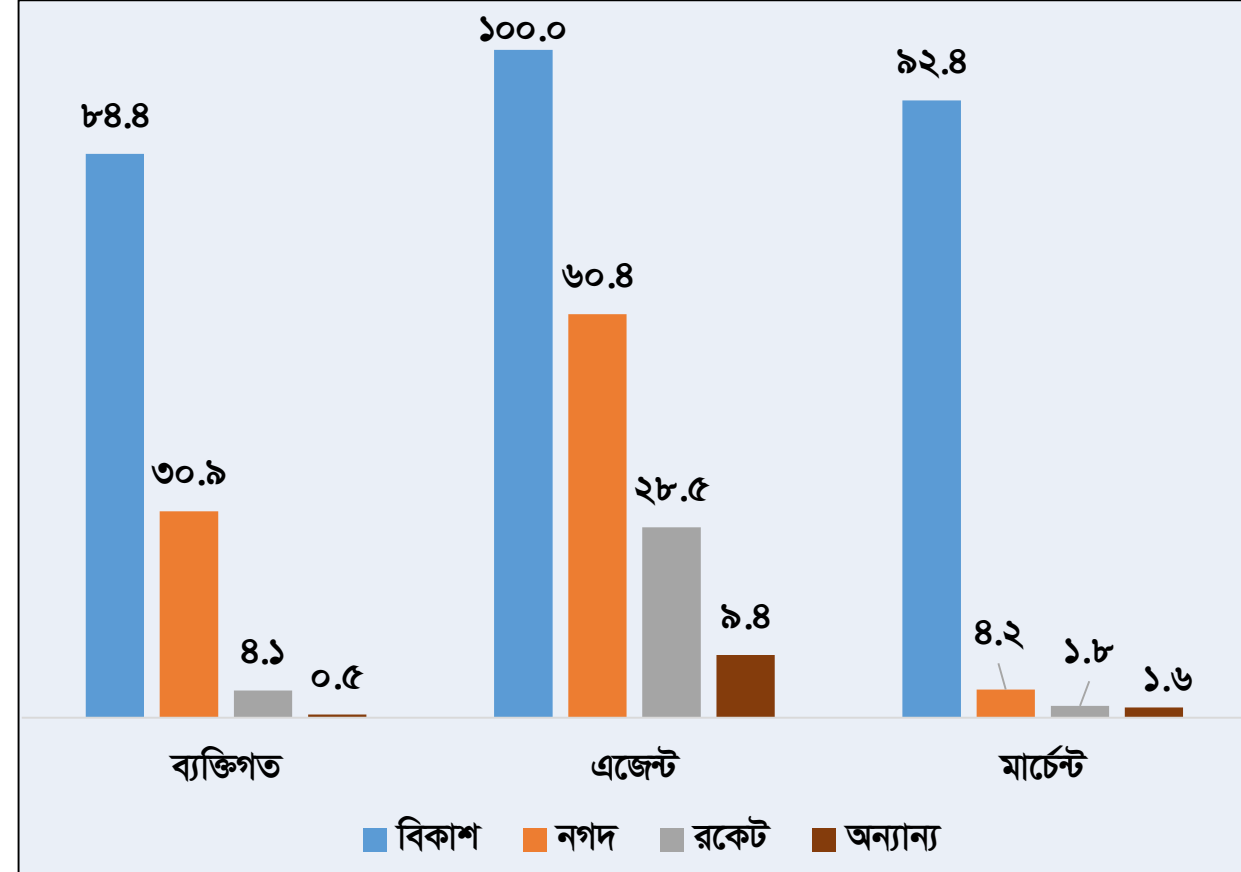
আইনি সীমাবদ্ধতা: বিচার প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্য প্রমাণ দুর্বল করা

আইন/বিধি	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি
তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক বিএফআইইউ এর গোয়েন্দা প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করা যাবে না এবং গোয়েন্দা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিএফআইইউ'র কোনো কর্মকর্তাকে আদালতে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করা যাবে না [মানিলভারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯: বিধি ২৯.৪]	<ul style="list-style-type: none"> ■ আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুযায়ী বিএফআইইউ'র প্রতিবেদনকে আদালতে উপস্থাপনের সুযোগ না থাকায় সাক্ষ্য প্রমাণ দুর্বল হয় ■ তদন্তকারী সংস্থাকে একই তথ্য-প্রমাণ পুনরায় সংগ্রহ করতে হয় বিধায় তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়
<ul style="list-style-type: none"> ■ বিএফআইইউ'র গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর সাথে তদন্তকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ নেই 	

আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে এমএফএস খাতে একচেটিয়া বাজার

- এ খাতে দীর্ঘ সময় ধরে আইনি কাঠামোর অনুপস্থিতি ও বিধিমালার সীমাবদ্ধতার ফলে একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
- ব্যাংক নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (যেমন: এনবিএফআই, টেলকো এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান) ব্যবসার সুযোগ না দেওয়া এবং নতুন এমএফএসপি'র লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কঠোর শর্ত আরোপের কারণে বাজার প্রতিযোগিতা সীমিত হয়ে গেছে
- কয়েকটি এমএফএসপি'র সফলতা দেখে কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গ্রহণ করলেও স্বল্প বিনিয়োগ, কারিগরি দক্ষতা ও প্রচেষ্টায় ঘাটতির কারণে সফল হতে পারেনি

হিসাবধারীর ধরন অনুযায়ী এমএফএসপি'র হার (%)



- ২৯টি এমএফএসপি লাইসেন্স গ্রহণ করলেও বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩টি; এর মধ্যে বিকাশ ও 'নগদ' এমএফএস বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে

এমএফএসপি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি

- ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন অধিকাংশ এমএফএসপি'র পৃথক পরিচালনা পর্ষদ নেই, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এমএফএস-এর কার্যক্রম পরিচালনা করে
- ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন অধিকাংশ এমএফএসপি'র সুনির্দিষ্ট জনবল কাঠামো নেই
 - 'নগদ' ও বিকাশ-এর পূর্ণকালীন কর্মী সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ৩ হাজার এবং ৪.৫ হাজার হলেও অধিকাংশ ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন নন-সাবসিডিয়ারি এমএফএসপি'র পূর্ণকালীন কর্মী সংখ্যা ২০ জনেরও কম
- ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন অধিকাংশ এমএফএসপি'র পৃথক কার্যালয় নেই; এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কার্যালয়কে এমএফএসপি'র কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়
- এমএফএসপি'র নিজস্ব ডেটা সার্ভার ও ডিজাস্টার রিকভারী/ব্যাকআপ সার্ভার থাকার নিয়ম থাকলেও ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন অধিকাংশ এমএফএসপি সংশ্লিষ্ট 'প্যারেন্ট' ব্যাংকের সার্ভার ব্যবহার করে
- দুইটি এমএফএসপি'কে একটি চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান কারিগরি সহায়তা দেওয়া বন্ধ করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা না থাকায় কার্যক্রম সংকুচিত করতে বাধ্য হয়

নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতায় ঘাটতি

- এমএফএস-এর গ্রাহক সংখ্যা, সেবার ধরন ও কার্যপরিধি বাড়লেও বাংলাদেশ ব্যাংক (বিশেষ করে পিএসডি) এবং বিএফআইইউ'র নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমানুপাতিক হারে জনবল বাড়ানো হয়নি
 - কারিগরি ও প্রায়োগিক জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবলের ঘাটতি বিদ্যমান
 - জনবলের ঘাটতির কারণে পিএসডি এজেন্ট পয়েন্ট ও পরিবেশক কার্যালয় সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে পারে না
- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মীদের অদক্ষতা এবং আর্থিক খাতসংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অসহযোগিতায় মোবাইল আর্থিক সেবায় আন্তঃলেনদেন কার্যকর হয়নি

অনলাইন গ্রাহক পরিচিতি বা ই-কেওয়াইসি ফরম পূরণে জটিলতা

- ই-কেওয়াইসি ফরম পূরণ গ্রাহকবান্ধব না হওয়ায় ফিচার ফোন ব্যবহারকারীসহ অধিকাংশ ব্যক্তিগত হিসাবধারী অন্যের সহায়তা নিতে বাধ্য হয়
 - জরিপে ব্যক্তিগত হিসাবধারীদের ৫৯.০% এজেন্টের মাধ্যমে এবং ১০.১% অন্যের সহযোগিতা নিয়ে ই-কেওয়াইসি ফরম পূরণ করেছে - যা গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য বেহাত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে
- বিদ্যমান ই-কেওয়াইসি ফরম পূরণ প্রক্রিয়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যবহারবান্ধব নয়

গ্রাহকের তথ্য কার্যকরভাবে যাচাই না করা

- ই-কেওয়াইসি ফরমের তথ্য সরকারের 'ন্যাশনাল আইডেনটিটি রেজিস্ট্রেশন উইথ' থেকে নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে এমএফএসপি কর্তৃক যাচাইয়ের সুবিধা রয়েছে
 - কারিগরি সক্ষমতায় ঘাটতি এবং অংশীজনদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাবে কৌশলে অনৈতিকভাবে হস্তগত করা অন্যের এনআইডি দিয়ে হিসাব খোলার সুযোগ রয়েছে
- ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় অধিকাংশ এমএফএসপি নতুন হিসাব খোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার তালিকা যথাযথভাবে যাচাই করে না
- সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অনুপস্থিতি, দক্ষ জনবলের ঘাটতি এবং সদিচ্ছার অভাবে এমএফএসপি সন্দেহজনক ও বেনামি লেনদেন যাচাইয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করেনি

সেবামূল্যের বোঝা গ্রাহকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া

- বাংলাদেশে এমএফএস সেবামূল্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের সেবামূল্যের তুলনায় বেশি এবং প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ

বাংলাদেশের ব্যাংক ও এমএফএসপি'র সেবামূল্যের
তুলনামূলক বিশ্লেষণ (টাকা)**

সেবার ধরন*	এমএফএসএসের সেবামূল্য (প্রতি ২৫,০০০ টাকায়)	ব্যাংকের সেবামূল্য (প্রতি ২৫,০০০ টাকায়)
নগদ উত্তোলন	২০০.০ - ৪৬২.৫	০.০ - ২৯.০
আন্তঃপ্রতিষ্ঠান অর্থ ট্রান্সফার	১২৫.০ - ৩৭৫.০	০.০ - ১০.০
সেভ মানি	০.০ - ১৫০.০	০.০
বিল পেমেন্ট	০.০ - ১০০.০	০.০ - ১০.০

* কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংকে প্রচলিত সেবার নাম ভিন্ন হলেও এক্ষেত্রে এমএফএসএস-এর প্রচলিত সেবার নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

** সংশ্লিষ্ট এমএফএসপি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী

প্রতিবেশী দেশসমূহের* সেবামূল্যের
(প্রতি ২৫,০০০ টাকায়) তুলনামূলক বিশ্লেষণ (টাকা)**

সেবার ধরন	বাংলাদেশ (বিকাশ)	ভারত (ফোন পে)	পাকিস্তান (ইজি প্যায়সা)	মিয়ানমার (ওয়েভ পে)
নগদ উত্তোলন	৩৭২.৫ - ৪৬২.৫	০.০	৩৫৫.৭	২৩১.৩
আন্তঃপ্রতিষ্ঠান অর্থ ট্রান্সফার	২৫০.০ - ৩১২.৫	০.০	০.০	৭৫.২
সেভ মানি	০.০ - ৫.০	০.০	০.০	০.০
বিল পেমেন্ট	১০০.০ - ৩৭২.৫	০.০	০.০	***

*সংশ্লিষ্ট দেশের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এমএফএসপি'কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

**সংশ্লিষ্ট এমএফএসপি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সেবামূল্য (১২/০২/২০২৫) টাকায় রূপান্তর

***এমএফএসএসের মাধ্যমে বিল পেমেন্টের সুবিধা নাই

- ২০২৪ সালে এমএফএসএস-এর নগদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে (মোট প্রায় ৫.৫ লাখ কোটি টাকা) সেবামূল্য হিসেবে কমপক্ষে ৪,৪১০ থেকে সর্বোচ্চ ১০,১৯৭ কোটি টাকা গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করেছে, যেখানে সমপরিমাণ নগদ উত্তোলনে ব্যাংক আদায় করেছে সর্বোচ্চ ৬৩৯ কোটি টাকা

কার্যকর আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারা

- নভেম্বর ২০২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ 'বিনিময়' নামে আন্তঃলেনদেন প্ল্যাটফর্ম চালু করে
 - এই প্ল্যাটফর্মে তিনটি এমএফএসপি, একটি ই-ওয়ালেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ১২টি ব্যাংক যুক্ত হয়
- 'বিনিময়' প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা ও জটিলতা বিদ্যমান
 - প্রেরক ও প্রাপক উভয়ের 'বিনিময়' ইন্টারফেসে আইডি/হিসাব থাকতে হবে; আন্তঃব্যাংক লেনদেন ব্যবস্থায় (ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ - এনপিএসবি) এ ধরনের বাধ্যবাধকতা নেই
 - এমএফএসপি'র জন্য প্রতি আন্তঃলেনদেনে ০.৫০ টাকা চার্জ ধার্য করলেও গ্রাহকদের জন্য প্রতি হাজারে ৫ টাকা করে সেবামূল্য নির্ধারণ করা হয়
 - স্মার্টফোন ছাড়া 'বিনিময়' ইন্টারফেস ব্যবহার করা যায় না, যা 'ফিচার ফোন' ব্যবহারকারীদের এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে
- কোনো কোনো এমএফএসপি'র এই প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত হতে বা ব্যবহারে অনীহা লক্ষণীয়

রেমিটেন্স লেনদেনের মাধ্যমে এমএফএসকে কার্যকর করতে না পারা

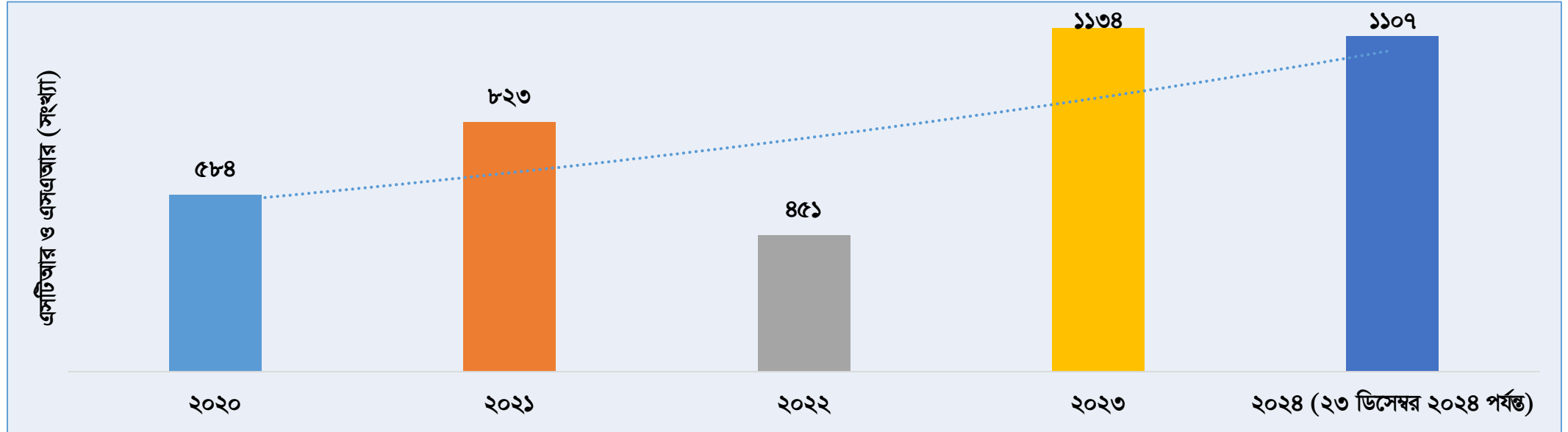
- এমএফএস-এ সরাসরি রেমিটেন্স পাঠানোর ব্যবস্থা নাই; রেমিটেন্স বিতরণে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের (যেমন-ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন) মাধ্যমে প্রবাসীদেরকে দেশে রেমিটেন্স পাঠাতে হয়
- অতিরিক্ত সেবামূল্য, প্রচারণা ও সচেতনতায় ঘাটতি ইত্যাদি কারণে প্রবাসীদের কাছে বৈধ উপায়ে এমএফএস-এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ জনপ্রিয় হয়নি
 - জরিপে ৬.৪% ব্যক্তিগত হিসাবধারী বা তার পরিবারের কোনো সদস্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স গ্রহণ করেছে; শহরাঞ্চলের (৬.৮%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (৬.১%) এমএফএস ব্যবহার করে বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স গ্রহণের হার কম
- অন্যদিকে অবৈধ উপায়ে বা হুন্ডির মাধ্যমে প্রেরিত রেমিটেন্সের অর্থ বিতরণে এমএফএস ব্যবহৃত হচ্ছে

সন্দেহজনক লেনদেন এবং ছন্ডি শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে ঘাটতি

- ২০১১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ছন্ডির সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় বিভিন্ন এমএফএসপি'র ছয়টি পরিবেশক ও ৫,০২৯টি এজেন্ট হিসাব বাতিল করা হয়

- বিএফআইইউ'তে দাখিলকৃত সন্দেহজনক লেনদেন (এসটিআর) ও সন্দেহজনক কার্যক্রম (এসএআর) প্রতিবেদনের সংখ্যা সার্বিক লেনদেনের সংখ্যার তুলনায় নগণ্য; ২০২৩ সালের মোট লেনদেনের সংখ্যার তুলনায় তা ০.০০১% এর চেয়েও কম

বিগত পাঁচ অর্থবছরে বিএফআইইউ'তে দাখিলকৃত এসটিআর ও এসএআর সংখ্যা



- যথাযথ 'ক্লিনিং' বা যাচাই না হওয়ার কারণে একটি প্রতিষ্ঠানের কালো তালিকাভুক্ত গ্রাহক অন্য প্রতিষ্ঠানে হিসাব খুলে পুনরায় অপরাধে সম্পৃক্ত হয়

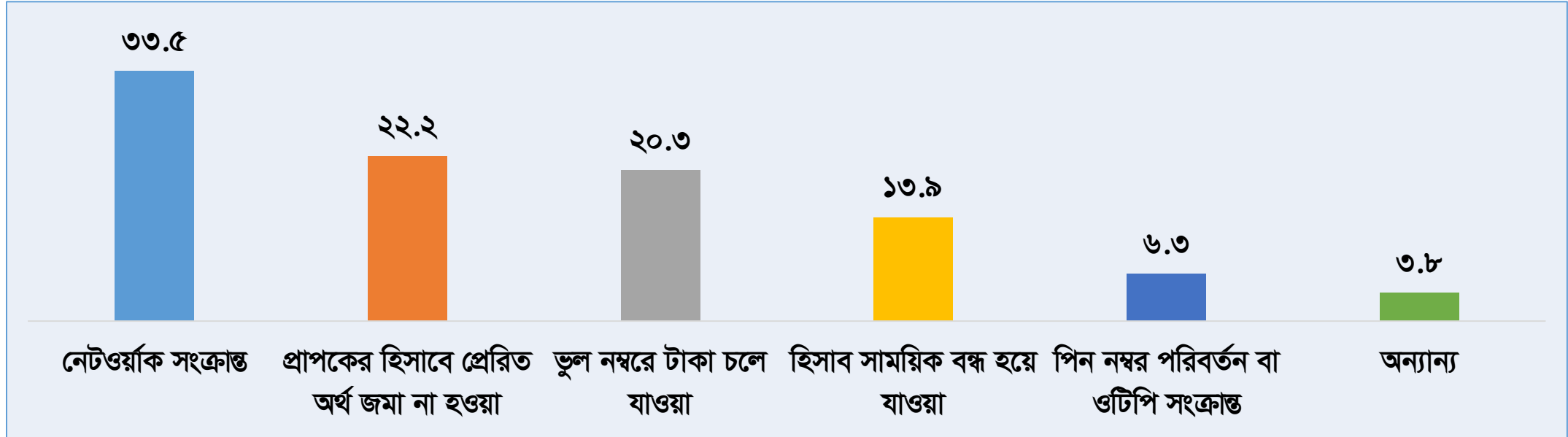
সন্দেহজনক লেনদেন এবং ছুন্ডি শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে ঘাটতি...

- সন্দেহজনক লেনদেন, ছুন্ডি ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে এজেন্ট এবং পরিবেশকদের প্রশিক্ষণে ঘাটতি রয়েছে
 - জরিপে অংশগ্রহণকারী এজেন্টদের মধ্যে ৭৮.৬% ছুন্ডি/অর্থ পাচার এবং ৯০.৩% সন্দেহজনক লেনদেন/সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এমএফএসপি থেকে কোনো প্রশিক্ষণ পায়নি
 - কর্মঘণ্টা এবং উপার্জন ব্যাহত হওয়ার অজুহাতে এজেন্ট এবং পরিবেশকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনাগ্রহ লক্ষ করা যায়
- ছুন্ডি প্রতিরোধে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এমএফএসপিসমূহের শুধু খুদে বার্তা পাঠানো ছাড়া দৃশ্যমান পদক্ষেপ নাই

কার্যকর গ্রাহক সেবা নিশ্চিত না করা

- জরিপে ব্যক্তিগত হিসাবধারীদের ১৪.৩% মোবাইল আর্থিক সেবা নিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে

গ্রাহক সমস্যার ধরন (%)



- ব্যক্তিগত হিসাবধারী পুরুষদের (১৩.৮%) তুলনায় নারীরা (১৫.৮%) অধিক হারে সমস্যার সম্মুখীন হয়
- ভুক্তভোগী ব্যক্তিগত হিসাবধারীদের মধ্যে ৪১.২% বিভিন্ন মাধ্যমে অভিযোগ করে
 - এজেন্ট বা ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে ৫৭.৭%, গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে ৪৬.২%, হটলাইনে ২১.২%
- অভিযোগকারী গ্রাহকদের মধ্যে ৬১.৯%-এর সমস্যার সমাধান পায়নি

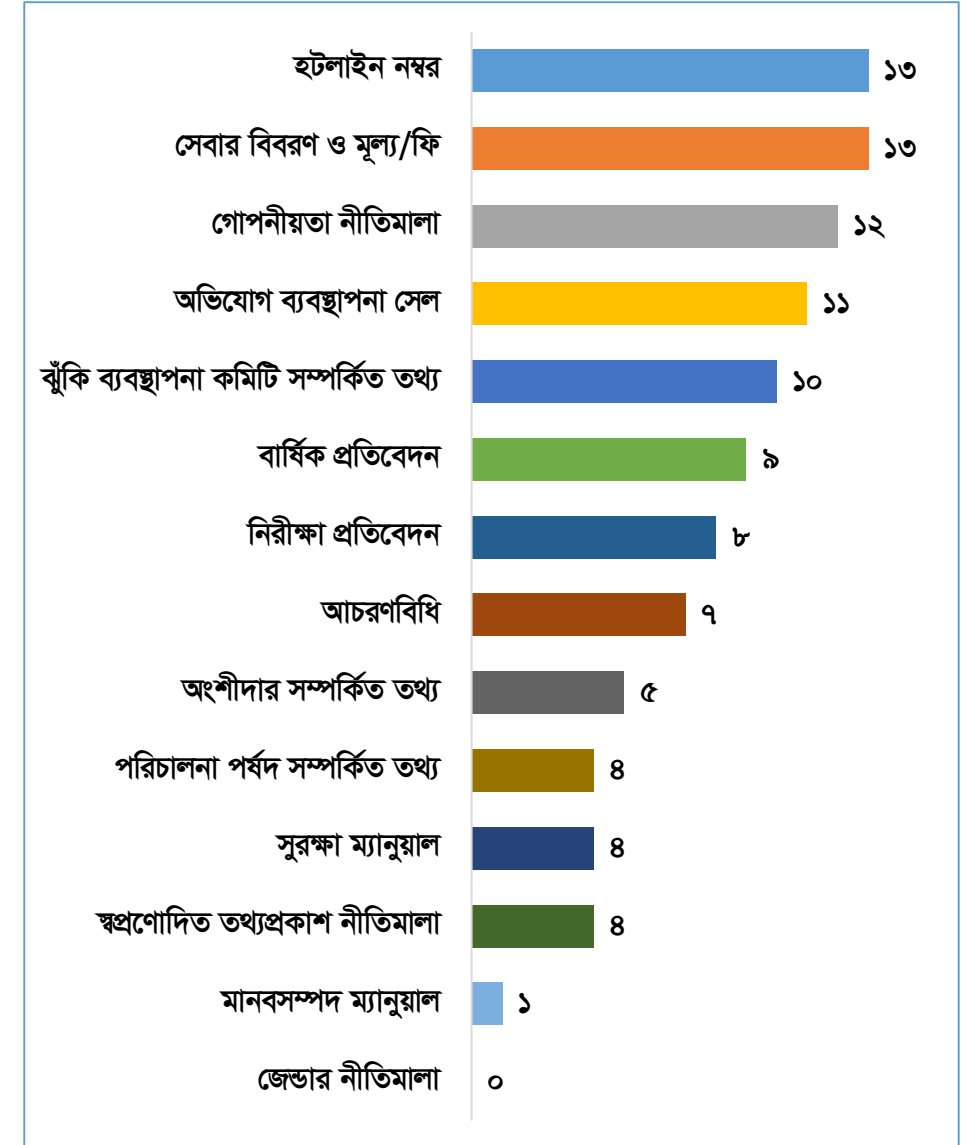
নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা নিশ্চিত চ্যালেঞ্জ

- নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা মোবাইল আর্থিক সেবার অন্যতম লক্ষ্য হলেও তা পূরণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান
 - বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী নিবন্ধিত ব্যক্তিগত হিসাবধারীদের মধ্যে নারী হিসাবধারীর হার এখনও অনেক কম (নারী ৪১.৬% ও পুরুষ ৫৮.৪%)
- এমএফএস-এর অ্যাপ ও ইউএসএসডি প্ল্যাটফর্মগুলো দৃষ্টিহীন বা শারীরিক প্রতিবন্ধীবাধক নয়; অ্যাপ্লিকেশন ও ইউএসএসডি 'মেনুগুলো' ইংরেজি ভাষায় হওয়ায় নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিতদের জন্য ব্যবহারবাধক হয়নি
 - জরিপে গ্রামাঞ্চলের ৬৫.৭% ব্যক্তিগত হিসাবধারীকে অন্যের সহযোগিতায় এমএফএস-এ অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়েছে
 - শহরাঞ্চলের (৪৯.৯%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলের (৩৬.৪%) গ্রাহকদের অ্যাপ ব্যবহার করে লেনদেনের হার কম; গ্রামাঞ্চলে ইউএসএসডি কোড ব্যবহার করে লেনদেন বেশি হওয়ায় শহরের তুলনায় অতিরিক্ত ফি/চার্জ দিতে হয়
- এমএফএস-এর উচ্চ সেবামূল্য প্রান্তিক ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর আর্থিক বোঝা; জরিপে ব্যক্তিগত নারী হিসাবধারীর ৮৬.৭% এবং গ্রামাঞ্চলের হিসাবধারীর ৭৫% এমএফএস-এর ফি/চার্জ তাদের জন্য বেশি বলে মতামত দিয়েছে

তথ্য প্রকাশে ঘাটতি

- ব্যাংক পরিচালিত নয়টি এমএফএসপি'র 'ডেডিকেটেড' বা পৃথক ওয়েবসাইট নাই
- এ খাত পরিচালনায় বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি প্রকাশ করা হয়নি; উদাহরণস্বরূপ, 'নগদ লিমিটেড'-এর সাথে ডাক বিভাগের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ভেলওয়ার লিমিটেড ও প্রাইম হোল্ডিং এলএলসি'র চুক্তি
- এমএফএসপিসমূহের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি বিদ্যমান
 - এমএফএস অ্যাপে ৩-৬ মাসের লেনদেন বিবরণী পাওয়া গেলেও এর পূর্বের বিবরণী প্রাপ্তির প্রক্রিয়া অধিকাংশ অ্যাপে উল্লেখ নেই
 - গ্রাহকদের চাহিত তথ্য সরবরাহে দীর্ঘসূত্রতা এবং আংশিক তথ্য প্রদান করা হয়
 - অধিকাংশ এমএফএসপি তাদের গ্রাহক সংখ্যা প্রকাশ করে না
 - অধিকাংশ এমএফএসপি জেডার নীতিমালা, মানবসম্পদ ম্যানুয়াল, পরিচালনা পর্ষদ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করে না

তথ্য প্রকাশ (এমএফএসপি'র সংখ্যা)



ব্যবসায় অনুমোদন/লাইসেন্স সম্পর্কিত বিধি লঙ্ঘন

- ২০১৮ সালের বিধিমালায় ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এমএফএসপি হিসেবে অনুমোদনের সুযোগ না থাকলেও বাংলাদেশ ব্যাংক বিধি লঙ্ঘন করে ডাক বিভাগের 'নগদ'কে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে
 - বিধি অনুযায়ী অনাপত্তি সনদ বা এনওসি নিয়ে শুধু অবকাঠামো স্থাপনের অনুমতি থাকলেও 'নগদ' গ্রাহক অন্তর্ভুক্তিসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে; বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি
 - বিধান না থাকলেও 'নগদ' পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক 'অন্তর্বর্তী লাইসেন্স' প্রদান করে এবং ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সাবসিডিয়ারি গঠনের শর্তে মোট ছয় (০৬) বার মেয়াদ বৃদ্ধি করে - যা এখনও চলমান রয়েছে

পরিচালন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিধি লঙ্ঘন

- সাবসিডিয়ারি গঠন না করে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেডের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে 'নগদ' পরিচালনা করছে
- থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেড ডাক বিভাগের অনুমতি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করে বিধিবহির্ভূতভাবে 'নগদ' এর সেবামূল্য নির্ধারণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করেছে

‘ই-মানি’ এবং ‘ট্রাস্ট-কাম-সেটেলমেন্ট’ হিসাব সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘন

- ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ‘নগদ’ ট্রাস্ট-কাম-সেটেলমেন্ট হিসাব বা ট্রাস্ট ফান্ডে জমা রাখা অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত প্রায় ৬৪৫ কোটি টাকার ‘ই-মানি’ তৈরি করে, যা গ্রাহকের অর্থের নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে
- ‘নগদ’-এর ট্রাস্ট ফান্ডে গচ্ছিত রাখা গ্রাহকের অর্থকে জামানত দেখিয়ে থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেড (নগদ লিমিটেড) নিয়মবহির্ভূতভাবে ঋণ গ্রহণ করেছে
 - বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তিতে ডাক বিভাগ বিধিবহির্ভূতভাবে এই ঋণের দায়ভার গ্রহণ করে

নিয়মবহির্ভূত প্রক্রিয়ায় মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা পরিচালনা

- 'নগদ'কে দখলের উদ্দেশ্যে থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেড নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে
 - বিধি অনুযায়ী সাবসিডিয়ারি এবং পরিচালনা পর্ষদ গঠন না করে অর্জিত রাজস্ব বণ্টনভিত্তিক চুক্তির মাধ্যমে থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেড 'নগদ'-এর কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে
 - 'নগদ'-এর সাদৃশ্যপূর্ণ নামে থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেডের নাম পরিবর্তন করে 'নগদ লিমিটেড' করা হয়
 - 'নগদ'-এর 'কপিরাইট', 'পেটেন্ট', 'ট্রেডমার্ক', 'লোগো' ইত্যাদি 'নগদ লিমিটেড' কর্তৃক করায়ত্ত করা হয়
 - ডাক বিভাগের অনুমতি ব্যতিরেকে 'নগদ'-এর 'লোগো' পরিবর্তন করে
 - নগদ লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী (যাদের মধ্যে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য ও তাদের নিকটাত্মীয় অন্তর্ভুক্ত) কর্তৃক আরজেএসসি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ নামে আরও দুইটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ('নগদ ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসি' ও 'নগদ ফাইন্যান্স পিএলসি') নিবন্ধন গ্রহণ এবং 'নগদ'কে নগদ ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসির সাবসিডিয়ারি হিসেবে রূপান্তরের পরিকল্পনা করা হয়
 - 'নগদ' পরিচালনায় সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির প্রেক্ষিতে আগস্ট ২০২৪-এ বাংলাদেশ ব্যাংক নগদ লিমিটেডে প্রশাসক নিয়োগ এবং সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ একটি ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠন করে; তবে এ বিষয়ে উচ্চ আদালত থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে আর্থিক অনিয়মের মামলায় তালিকাভুক্ত একজন সাবেক পরিচালককে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে নিয়োগ করা হয়
 - পরবর্তীতে 'নগদ'-এর আর্থিক কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবেশগম্যতায় বাধা সৃষ্টি এবং 'নগদ'-এর ফরেনসিক নিরীক্ষা না করার জন্য উচ্চ আদালতে রিট করে - যা আদালত কর্তৃক খারিজ করা হয়

এমএফএস ব্যবহার করে জালিয়াতি/প্রতারণা ও ঘুষের অর্থ লেনদেন

- এমএফএস ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতারণা ও জালিয়াতির ঘটনা লক্ষণীয়
 - এ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কার্যকর 'চেক এন্ড ব্যালেন্স' না থাকায় গ্রাহকের অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ পায় প্রতারক চক্র
- কিছুক্ষেত্রে এমএফএসপিতে কর্মরত/প্রাক্তন কর্মী, এজেন্ট ও পরিবেশকরা অর্থের বিনিময়ে গ্রাহকদের হিসাব সম্পর্কিত তথ্য জালিয়াতি ও প্রতারণার সাথে জড়িত চক্রকে সরবরাহ করে বা নিজেরাই জালিয়াতি চক্র গড়ে তোলে
- এজেন্ট পয়েন্ট থেকে লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য কৌশলে সংগ্রহ করে প্রতারক/জালিয়াতি চক্র গ্রাহকের অর্থ হাতিয়ে নেয়
- অনেকক্ষেত্রে কৌশলে অনৈতিকভাবে হস্তগত করা অন্যের এনআইডি'র তথ্য ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ থাকায় প্রতারণা ও জালিয়াতির কাজে জড়িত চক্রকে চিহ্নিত করা যায় না
- ঘুষ, চাঁদাবাজি ও মুক্তিপণের অর্থ আদায়ে এমএফএস ব্যবহার করা হয়
 - এমএফএস-এর লেনদেন বিবরণী আয়কর রিটার্নে সংযুক্ত করার বিধান না থাকার সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এমএফএস-এর মাধ্যমে ঘুষ লেনদেন করে

এমএফএস ব্যবহার করে জালিয়াতি/প্রতারণা ও ঘুষের অর্থ লেনদেন...

জালিয়াতি ও প্রতারণার শিকার হওয়া ব্যক্তিগত, এজেন্ট ও মার্চেন্ট হিসাবধারীদের হার (%)

জালিয়াতি ও প্রতারণার শিকার	ব্যক্তিগত হিসাবধারী	এজেন্ট হিসাবধারী	মার্চেন্ট হিসাবধারী
জালিয়াতি ও প্রতারণার কবলে পড়েছে	৬.৩	১৭.০	১.৬
জালিয়াতি/প্রতারণার মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছে	৩.৬	৮.৭	১.৪

জালিয়াতি/প্রতারণার শিকার হয়ে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ
(নভেম্বর ২০২২ - অক্টোবর ২০২৩)

- ব্যক্তিগত হিসাবধারী: সর্বনিম্ন ৩০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৮৩,০০০ টাকা পর্যন্ত
- এজেন্ট: সর্বনিম্ন ২০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩,৭৬,০০০ টাকা পর্যন্ত
- মার্চেন্ট হিসাবধারীরা: সর্বনিম্ন ৫৩ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪৫,০০০ টাকা পর্যন্ত

- জালিয়াতি ও প্রতারণার শিকার হওয়া ব্যক্তিগত হিসাবধারীদের মধ্যে ৫২.৬% প্রলোভন/মিথ্যা তথ্য, ৪২.১% ফোনকল/এসএমএস পাঠিয়ে প্রতারণা এবং ১২.৩% অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং-এর মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছে
- জালিয়াতি/প্রতারণার শিকার হওয়া ব্যক্তিগত হিসাবধারীদের ৭.৬%, এজেন্ট হিসাবধারীদের ২৭.৪% এবং মার্চেন্ট হিসাবধারীদের ৪.২% সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা বা জিডি করেছে

এমএফএস ব্যবহার করে অনলাইন জুয়ার অর্থ লেনদেন ও পাচার

- বিভিন্ন অনলাইন গ্যাম্বলিং ও গেমিং বা বেটিং-এর অর্থ লেনদেনের অন্যতম মাধ্যম এমএফএস
 - অনলাইন জুয়ার বিভিন্ন ওয়েবসাইট/অ্যাপে লেনদেনের জন্য বিকাশ, 'নগদ', রকেট ও উপায়-এর অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হলেও সংশ্লিষ্ট এমএফএসপি তা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি
 - ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে অনলাইন বেটিং অধিক সক্রিয় হয় - বিশেষ করে আইপিএল, বিপিএল ও বিশ্বকাপের সময় এমএফএস ব্যবহার করে অনলাইন জুয়ার লেনদেন বেড়ে যায়
 - বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা অনলাইন জুয়া ও বেটিং ওয়েবসাইট, অ্যাপস, ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করলেও সংশ্লিষ্ট এমএফএসপিসমূহ এ ধরনের অর্থ লেনদেন বা তাদের নাম ব্যবহার বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি

বেটিং ওয়েবসাইটে এমএফএস-এর নাম প্রদর্শন (২২ এপ্রিল ২০২৫)

আপনি যদি ৩ ঘন্টার মধ্যে আপনার গেমিং অ্যাকাউন্টে ডিপোজিটের টাকা না পান তাহলে অনুগ্রহ করে লেনদেনের প্রমাণ সহ আমাদের সাধারণ ইমেইল এ্যাড্রেস transaction-bn@1xbet-team.com-এ যোগাযোগ করুন পরবর্তী বিবরণে দয়া করে লিখুন আপনার Player id, Transaction ID, Client no, Agent number, Time, date, Amount , এবং বিকাশ /নগদ /রকেট /উপায় অ্যাপ থেকে লেনদেনের স্ক্রিনশট / If You do not receive the deposit amount in your gaming account within 3 hours please contact our general queries email transaction-bn@1xbet-team.com with next details: Player id, Transaction ID, Client no, Agent number, Time, Date, Amount, Transaction Screenshot from app

সুপারিশকৃত পদ্ধতিসমূহ

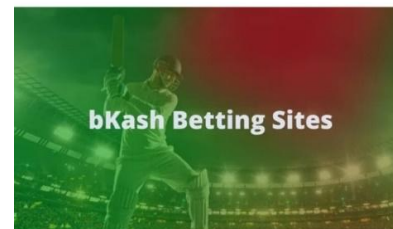
Bkash	Upay	Bkash Free	Cellfin	The Local Bkash
The Local Nagad	Nagad Rapid	BKash Rapid	Fast Nagad	Fast Bkash
Bank Transfer	Internet Banking	TRON	Tether on Tron	MoneyGO

HOME » 26

Bkash Betting Sites – Guide To The Best Bkash Betting Site In Bangladesh



Discover the Best bKash Betting Sites in Bangladesh: Unmatched Convenience and Exclusive Bonuses Await.



5. They will then tell you what to do to send the funds from your bKash.

6. After bKash says "Okay," the money will show up right away.

To give you an idea of the minimum accepted deposit by each Bangladeshi local betting site using bKash, as well as the expected deposit time, see this handy table below.

bKash Betting Site	Minimum Deposit	Deposit Time
1xBet	100 BDT	Instant
Mostbet	200 BDT	Instant
22Bet	100 BDT	Instant
Parimatch	200 BDT	Instant

How to Withdraw with bKash

Just like putting money in, you can also take your winnings out with bKash. Here's what to do:

1. Visit the "Cashier" again.
2. Look for "Withdraw."
3. Pick bKash, just like you did when adding funds.
4. Enter the amount you would like to take out.
5. Give them your bKash details.
6. Sit back and wait a bit, it can take a day or two for your winnings to come to you.

এমএফএস ব্যবহার করে অনলাইন জুয়ার অর্থ লেনদেন ও পাচার...

- অনলাইন জুয়া ও বেটিং-এর সাথে জড়িত দেশব্যাপী কয়েক হাজার জুয়া/বেটিং এজেন্ট এমএফএস -এর মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে বিদেশে পাচার করে, এক্ষেত্রে
 - ছুন্ডির প্রচলিত পদ্ধতি ছাড়াও 'ক্রিপ্টো ট্রেডিং' ব্যবহার হচ্ছে - জুয়া/বেটিং এজেন্টরা ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ অ্যাপের মাধ্যমে ডলার ক্রয়ের অর্থ এমএফএস-এর মাধ্যমে পরিশোধ করে এবং ক্রয়কৃত ডলার বিটকয়েনে রূপান্তর করে দেশের বাইরে পাচার করে
 - সিআইডি'র তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালে এমএফএস ব্যবহার করে পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকা
 - বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ছুন্ডি/অবৈধভাবে রেমিটেন্স আসা হ্রাস পাওয়ায় বৈধ পথে এমএফএস-এ রেমিটেন্স আসার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে
- অনলাইন জুয়া এবং বেটিং-এর অর্থ লেনদেন প্রতিরোধে এমএফএসপি'র কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি বিদ্যমান
 - গ্রাহকের আর্থিক লেনদেন কার্যকরভাবে পরীক্ষণ না করা
 - অর্থ পাচারের সাথে জড়িত হিসাবধারীর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নম্বর ও জাতীয় পরিচয়পত্র স্থায়ীভাবে কালো তালিকাভুক্ত না করার ফলে অভিযুক্ত হিসাবধারী পুনরায় অর্থ পাচারে জড়িত হওয়ার সুযোগ পায়
- ২১ মে ২০২৫-এ জারি করা সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে অনলাইনে জুয়া খেলা, জুয়ার অ্যাপ বা পোর্টাল তৈরি, প্রচারণায় অংশ গ্রহণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে
 - অনলাইন জুয়ায় সম্পৃক্ত প্রায় ১১০০ এমএফএস এজেন্ট শনাক্ত করা হয়েছে

প্রভাব বিস্তার করে সুরক্ষা ভাতা ও উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের কার্যাদেশ প্রাপ্তি

- ২০১৮ সালে ‘রূপালি ব্যাংক শিওর ক্যাশ’কে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কতিপয় কর্মকর্তার যোগসাজশে শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের কার্যাদেশ দেওয়া হয়

- উপবৃত্তি বিতরণের সেবা মাশুল বাড়িয়ে দেওয়ার বিনিময়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১২ জন কর্মকর্তাকে বিদেশ ভ্রমণের সুবিধা দেওয়া হয়

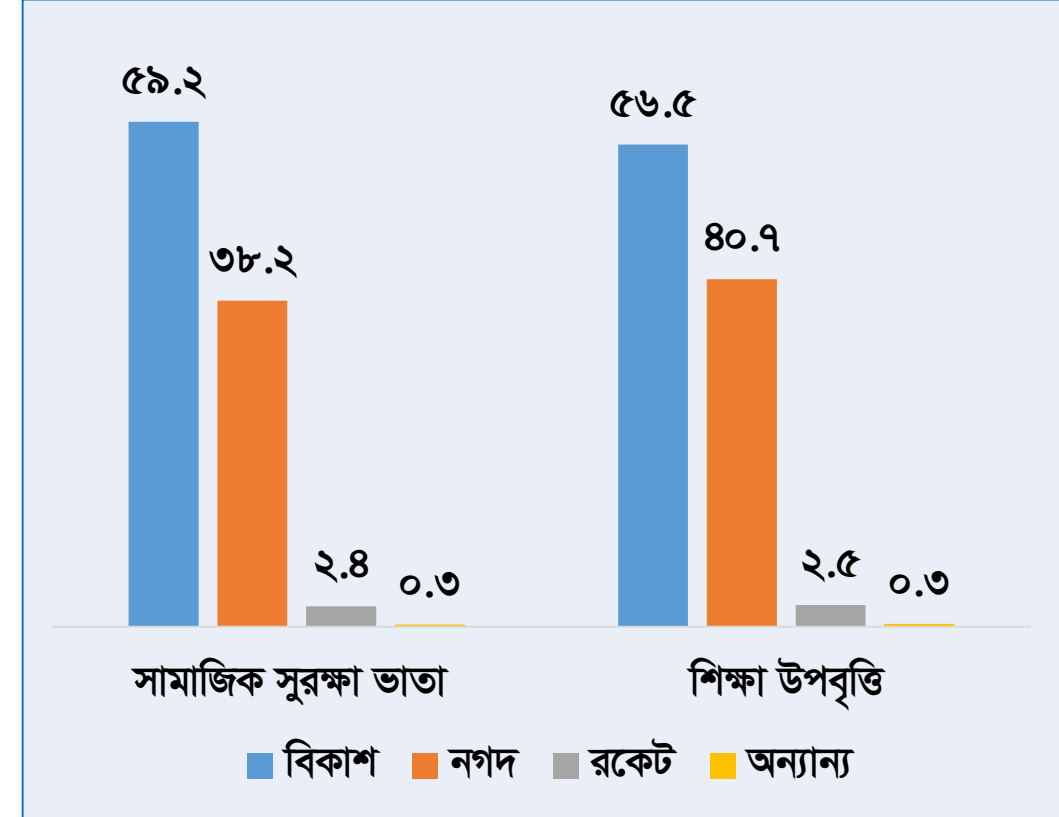
- রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ না করে সুরক্ষা ভাতার ৭৫% (২০২২ সালে) এবং প্রাথমিক (২০২২ সালে) ও মাধ্যমিক শিক্ষা (২০২৪ সালে) উপবৃত্তির শতভাগ অর্থ ‘নগদ’-এর মাধ্যমে বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, ফলে

- তিন বছরের মধ্যে ‘নগদ’-এর বাজার শেয়ার ব্যাপক বৃদ্ধি পায়

- শিক্ষা উপবৃত্তির সুবিধাভোগীদের অন্য এমএফএস হিসাব থাকা সত্ত্বেও ‘নগদ’-এ হিসাব খুলতে বাধ্য করা হয়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের অজান্তে বা সম্মতি ছাড়াই তাদের হিসাব খোলা হয়েছে

- বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ‘নগদ’-এর চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেড অনুমোদনবিহীন ৪১ জন পরিবেশকের মাধ্যমে সুরক্ষা ভাতা ও উপবৃত্তির মোট ১,৭১১ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে

সুরক্ষা ভাতা ও উপবৃত্তির অর্থ প্রাপ্তির হার (%)



আন্তঃলেনদেন প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কিত অনিয়ম-দুর্নীতি

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃলেনদেনের জন্য এনপিএসবি ব্যবহার করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটি বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রভাবিত করে প্রায় ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বিনিময়’ প্ল্যাটফর্ম তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করে
 - সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সাথে সাবেক একাধিক মন্ত্রীসহ প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া গেছে
- একজন সাবেক প্রতিমন্ত্রীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা দেওয়ার জন্য ‘বিনিময়’ পরিচালনায় ভেলওয়ার লিমিটেড ও প্রাইম হোল্ডিং এলএলসি’র সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক একতরফা চুক্তি স্বাক্ষর করে
 - চুক্তিতে চুক্তি বাতিলের বিধান না রাখা এবং পরিচালনায় ব্যর্থতার দায় থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে ছাড় প্রদান করে

এমএফএসপি'র অর্থ পাচার ও অবৈধ বৈদেশিক লেনদেন

- ভাতা ও উপবৃত্তি বিতরণে আর্থিক জালিয়াতি এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ই-মানি তৈরির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা প্রায় ২,৩৫৬ কোটি টাকা নগদ লিমিটেডের বেনামি শেয়ারহোল্ডারদের মাধ্যমে বিদেশে পাচারের অভিযোগ রয়েছে
- বিকাশ ও আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের সাথে 'রিজিওনাল ব্র্যান্ড পার্টনারশিপ' চুক্তি সম্পাদনে মৌখিকভাবে সম্মতি জানালেও পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক চুক্তির অর্থ পরিশোধে আপত্তি জানায়
 - বিকাশ বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চুক্তির অর্থ (৪ লাখ ১০ হাজার ডলার) অনুদানের নামে পরিশোধ করে - যা 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন (সংশোধিত) অ্যাক্ট, ২০১৫'-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে

বিজ্ঞাপন ও বিপণন সংক্রান্ত নীতিমালা পরিপালন না করা

- লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন, বিলবোর্ড ইত্যাদি মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনে বিকাশ ও 'নগদ' পরস্পরের প্রতি বিভ্রান্তিমূলক ও নেতিবাচক তথ্য প্রচার করেছে
 - বিকাশের কর্মী, 'ইনফ্লুয়েন্সার' ও 'শুভাকাঙ্ক্ষীরা' 'নগদ'-এর বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেতিবাচক প্রচারণা চালায়
 - এ বিষয়ে 'পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' (পিবিআই) এর তদন্ত সাপেক্ষে আদালত বিকাশের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের তলব করলেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি
- সেবামূল্য বিষয়ে বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করে
 - প্রকৃত খরচ না কমিয়েই 'খরচ কমলো' বিজ্ঞাপন ব্যাপকভাবে প্রচার করে কয়েকটি এমএফএসপি গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করেছে
- এই ধরনের প্রচারণা ও বিজ্ঞাপনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সতর্ক করা ব্যতীত অন্য কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি

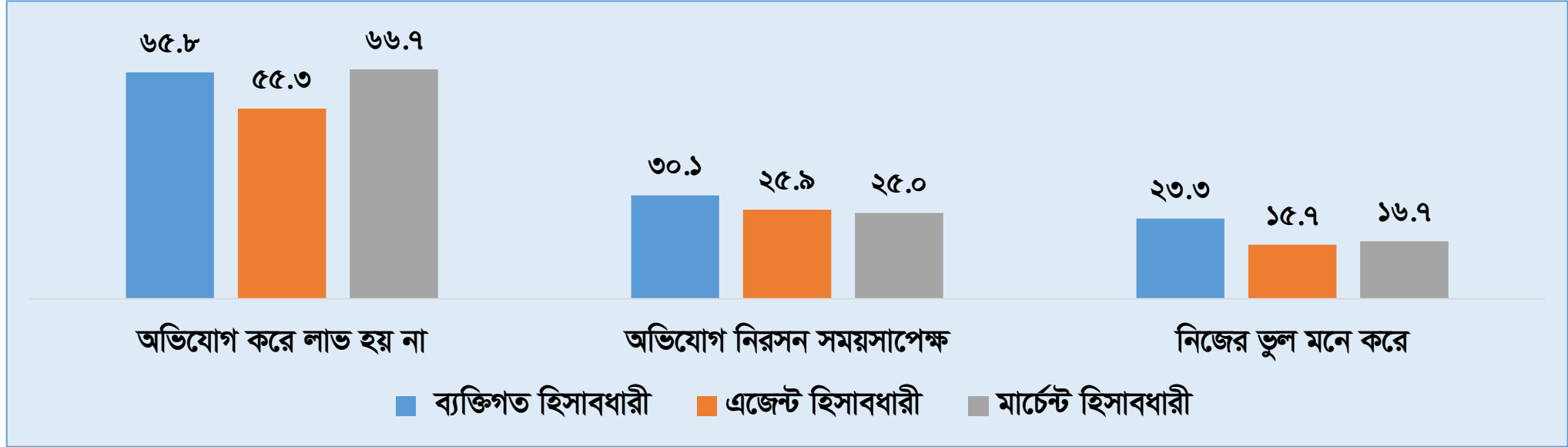
নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ

- বিদ্যমান বিধিমালা লঙ্ঘন করলেও স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠান এমএফএসপিসমূহের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি
 - আর্থিক অনিয়ম ধামাচাপা দিতে 'নগদ' বিএফআইইউ'র সাবেক প্রধানকে ব্যক্তিগত বিদেশ ভ্রমণের জন্য অর্থ প্রদানের তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে
 - বাংলাদেশ ব্যাংকের পিএসডি'র একজন সাবেক নির্বাহী পরিচালক ও একজন পরিচালক অবসরের এক বছরের মধ্যে 'বিকাশ' এবং 'শিওর ক্যাশ'-এ যোগদান করে; একজন ডেপুটি গভর্নর অবসরের পরপরই 'উপায়'-এ যোগদান করে - যা নৈতিক স্থলন ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান তদারকির দায়িত্ব পালন করা কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়া, ফরেক্স এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির সাইট থেকে অর্জিত অর্থ হতে ভাগ পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে
- ভুন্ডি ও অনলাইন জুয়ায় অভিযুক্ত গ্রাহকদের বিরুদ্ধে যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় সিআইডি সংশ্লিষ্ট এমএফএসপি'র বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করলেও বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি

এমএফএসপি'তে কার্যকর অভিযোগ দায়ের ও নিরসন ব্যবস্থার ঘাটতি

- এমএফএসপিসমূহের নিজস্ব হটলাইন নম্বরসহ অভিযোগ দায়ের ও নিরসন ব্যবস্থা থাকলেও তা কার্যকর নয়
 - সমস্যা ও জালিয়াতি/প্রতারণার শিকার হওয়া ব্যক্তিগত হিসাবধারীদের ৫৮.৮%, এজেন্টদের ৬০.৯% এবং মার্চেন্টদের ৫৮.৩% অভিযোগ দায়ের করেনি

সমস্যা ও জালিয়াতি/প্রতারণার শিকার হয়েও অভিযোগ না করার কারণ (%)

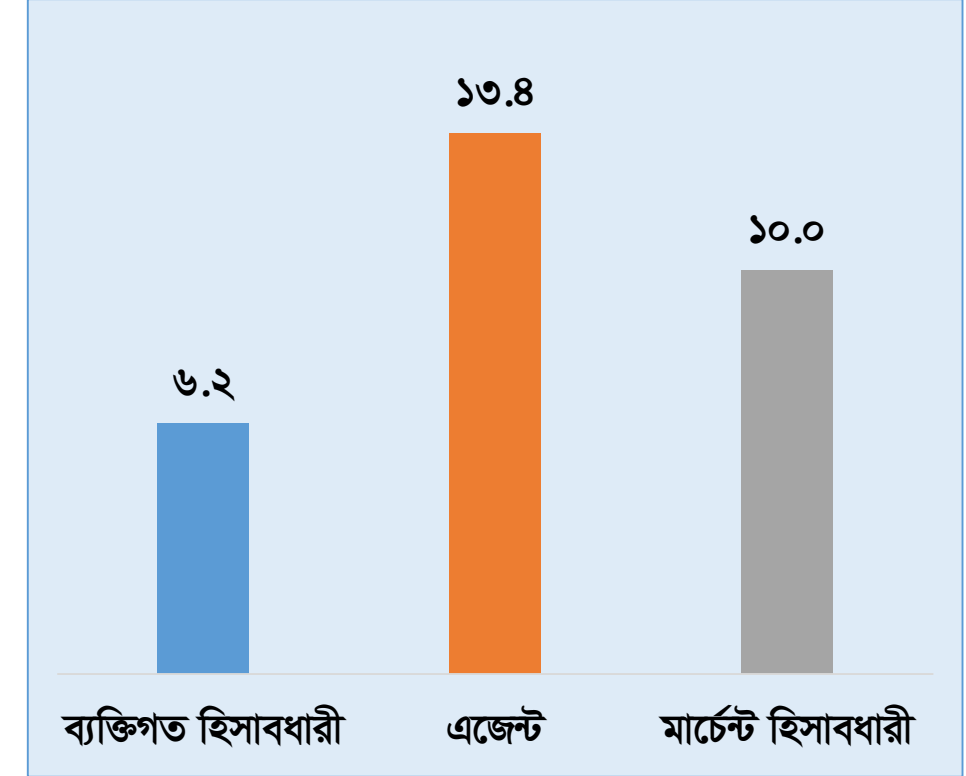


- অন্যদিকে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ব্যক্তিগত হিসাবধারীদের ৪১.২% এবং মার্চেন্টদের ৪১.৭% বিভিন্ন মাধ্যমে অভিযোগ করলেও তাদের মধ্যে সমাধান প্রাপ্তির হার যথাক্রমে ৩৮.১% এবং ২০.০%

নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থায় ঘাটতি

- বাংলাদেশ ব্যাংকের 'গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষা কেন্দ্র' বা সিআইপিসি সম্পর্কে প্রচারণার ঘাটতি বিদ্যমান
 - জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগত হিসাবধারীদের মাত্র ৬.২% এ সম্পর্কে অবগত আছে
- অনলাইন জুয়া, অর্থ পাচার বা ছুড়ি'র বিষয়ে বিএফআইইউতে অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থায় ঘাটতি বিদ্যমান
 - অভিযোগ দায়েরের হটলাইন নম্বর নাই

সিআইপিসি সম্পর্কে অবগত থাকার হার (%)



আর্থিক নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থায় ঘাটতি

- এমএফএস-এর এজেন্ট এবং পরিবেশকদের আর্থিক নিরীক্ষা করা হয় না
- অধিকাংশ এমএফএসপি এজেন্টদের সরাসরি পরিবীক্ষণ না করে চুক্তিবদ্ধ পরিবেশকদের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করে

- এমএফএস খাতে সুশাসনের সবগুলো নির্দেশকে উদ্ব্গজনক ঘাটতি লক্ষ করা যায়
- খাত হিসেবে এমএফএস-এর উন্নয়ন ও বিকাশে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ঘাটতি - 'অ্যাডহক' সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা, নীতি দুর্বলতা, বিদ্যমান আইনের ঘাটতি এবং রাজনৈতিক ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষণীয়
- এমএফএসপি'র উদ্যোক্তা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্তৃপক্ষ এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ত্রিপক্ষীয় আঁতাতে মাধ্যমে নীতি করায়ত্ত, তদারকি ব্যবস্থাকে প্রভাবিত এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে এমএফএস খাতকে কুক্ষিগত করা হয়েছে
- এমএফএস খাতকে করায়ত্ত করা এবং বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতির ফলে
 - প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়েছে এবং এ খাতের সুষ্ঠু বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে
 - গ্রাহকের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে - উচ্চ হারে সেবামূল্য ধার্য করার মাধ্যমে গ্রাহকের ওপর আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে
 - নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাজক্ষিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হয়নি, গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তার ও আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে
 - গ্রাহক ও রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাতের সুযোগ তৈরি হয়েছে
 - অর্থ পাচার, ঘুষ, গ্যাম্বলিং/অনলাইন জুয়া, বেটিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন, ক্রিপ্টো ট্রেডিং-সহ অবৈধ অর্থ লেনদেনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এমএফএস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে

১. এমএফএস খাতের জন্য স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সবার জন্য সমান প্রতিযোগিতা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিসহ সুশাসন নিশ্চিত কল্পে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে-
 - নীতিনির্ধারক, নিয়ন্ত্রক, সেবাদানকারী, গ্রাহক ও অংশীজনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা
 - আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে এমএফএস পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো নিশ্চিত করা
 - আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থায় সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা
 - গ্রাহক তথ্যের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং জালিয়াতি ও প্রতারণা প্রতিরোধে আইনি ও কারিগরি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
 - সেবামূল্য এবং এজেন্ট এবং পরিবেশকদের কমিশনের সীমা নির্ধারণ ও এর তদারকি নিশ্চিত করা যেন গ্রাহককে অতিরিক্ত সেবামূল্যের বোঝা বহন করতে না হয়
 - এজেন্ট ও পরিবেশক নিয়োগ ও তদারকি প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট করা এবং পেশাদারিত্ব নিশ্চিত তাদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা
২. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ সংশোধন করে বিএফআইইউ'র গোয়েন্দা প্রতিবেদন সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে আদালতে উপস্থাপনের বিধান থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর সাথে অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তার সরাসরি যোগাযোগের বিধান যুক্ত করতে হবে

৩. সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন তৈরি এবং গ্রাহক সমস্যা সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে
৪. এজেন্ট ও পরিবেশকদের জন্য সর্বজনীন আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে
৫. কর রিটার্ন জমাদানের ক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক ব্যাংক বিবরণী দাখিলের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এমএফএস হিসাব বিবরণী দাখিলের বিধান করতে হবে। এক্ষেত্রে আয়কর পরিপত্র ও নির্দেশিকায় এ বিষয়ক নির্দেশনা সংযুক্ত করতে হবে
৬. এ খাতের সকল চুক্তি জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে এবং জনস্বার্থ বিরোধী সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাযথ মূল্যায়ন সাপেক্ষে সংশোধন বা বাতিল করতে হবে
৭. গ্রাহক স্বার্থ বিবেচনা করে সেবামূল্য উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে হবে এবং সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থা সহজ ও সাশ্রয়ী করতে হবে
৮. অনলাইন জুয়া ও বেটিং ওয়েবসাইট এবং অ্যাপে থাকা এমএফএসপি'র নাম ও লোগো ব্যবহার করে প্রচারণা চালানো বন্ধে সংশ্লিষ্ট এমএফএসপি ও বিটিআরসিকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

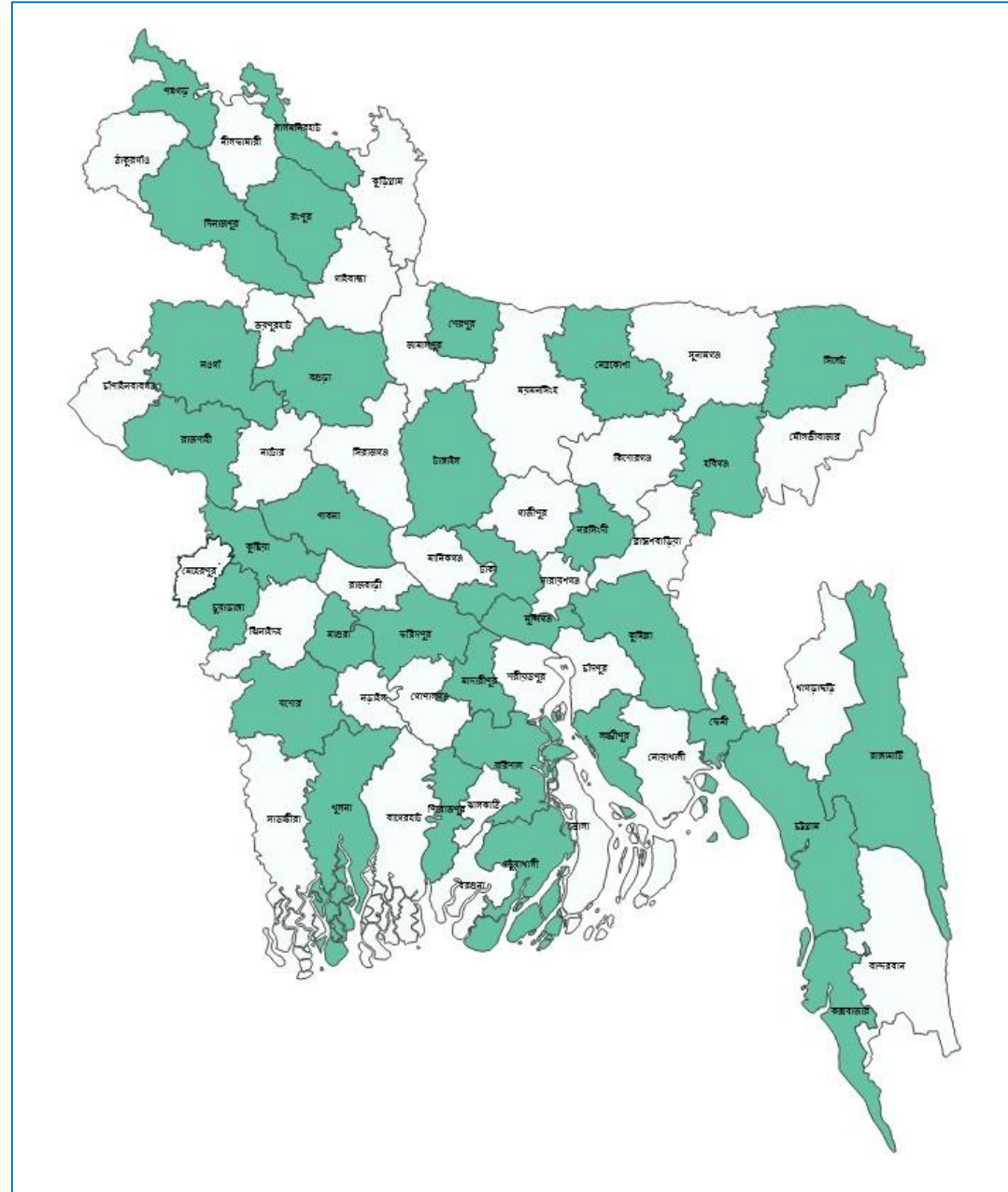
৯. কালো তালিকাভুক্ত গ্রাহক তথ্যসহ সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরি ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং সেখানে সকল এমএফএসপি'র প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে
১০. বিনামূল্যে গ্রাহকদের এক বছরের হিসাব বিবরণী দেখার ও 'ডাউনলোড'/সংগ্রহ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে
১১. এমএফএস-এর নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে দেশব্যাপী বিভিন্ন মাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইট ইত্যাদি) প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে
১২. বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাকে কার্যকর ও সহজলভ্য করার জন্য 'গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষা কেন্দ্র' বা সিআইপিসি'র হটলাইন নম্বরকে টোল ফ্রি করতে হবে। এজেন্ট পয়েন্ট ও গ্রাহকসেবা কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট এমএফএসপি ও সিআইপিসি'র হটলাইন নম্বর প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে
১৩. সকল এমএফএসপি, বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় গ্রাহকের সমস্যা এবং জালিয়াতি ও প্রতারণার বিষয়ে অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে
১৪. এমএফএস খাতে সংগঠিত সকল অনিয়ম ও দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নির্বিশেষে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

ধন্যবাদ

ক্রমিক নং	এমএফএসপি	প্যারেন্ট ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	ব্যবসায়িক মডেল
১	রকেট	ডাচ বাংলা ব্যাংক পিএলসি	২০১১	ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন নন-সাবসিডিয়ারি
২	বিকাশ	ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি	২০১১	ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন সাবসিডিয়ারি
৩	উপায় (ইউক্যাশ)	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি	২০১১	ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন সাবসিডিয়ারি
৪	ইসলামী ব্যাংক এম ক্যাশ	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি	২০১২	ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন নন-সাবসিডিয়ারি
৫	এফএসআইবিএল ফাস্ট পে শিওর ক্যাশ	ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি	২০১২	ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন নন-সাবসিডিয়ারি
৬	মাই ক্যাশ	মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি	২০১৩	ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন নন-সাবসিডিয়ারি
৭	টেলি ক্যাশ	সাউথ ইস্ট ব্যাংক পিএলসি	২০১৫	ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন নন-সাবসিডিয়ারি
৮	রূপালি ব্যাংক শিওর ক্যাশ	রূপালি ব্যাংক পিএলসি	২০১৬	ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন নন-সাবসিডিয়ারি
৯	ওকে ওয়ালেট	ওয়ান ব্যাংক পিএলসি	২০১৮	ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন নন-সাবসিডিয়ারি
১০	ইসলামিক ওয়ালেট	আল আরাফাহ ব্যাংক পিএলসি	২০১৯	ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন নন-সাবসিডিয়ারি
১১	নগদ	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	২০১৯	সরকারী সত্ত্বা-নেতৃত্বাধীন নন-সাবসিডিয়ারি
১২	ট্যাপ	ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি	২০২০	ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন সাবসিডিয়ারি
১৩	মেঘনা পে (ট্যাপ 'এন পে)	মেঘনা ব্যাংক পিএলসি	২০২৩	ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন নন-সাবসিডিয়ারি



P2P = Person-to-Person
P2B = Person-to-Business
B2P = Business-to-Person
P2G = Person-to-Government
G2P = Government-to-Person



নির্বাচিত জেলাসমূহ

বিভাগ	জরিপে অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতার ধরন অনুযায়ী সংখ্যা			মোট
	ব্যক্তিগত হিসাবধারী	এজেন্ট	মার্চেন্ট হিসাবধারী	
বরিশাল	১৬৭	৬০	৪২	২৬৯
চট্টগ্রাম	৩৪৬	১৩৮	৮৪	৫৬৮
ঢাকা	৩২৮	১২২	৭০	৫২০
ময়মনসিংহ	১০৬	৪০	২৯	১৭৫
খুলনা	২৮১	১০০	৭০	৪৫১
রাজশাহী	২২৫	৮০	৫৫	৩৬০
রংপুর	২২১	৮০	৫১	৩৫২
সিলেট	১১০	৪৪	২৮	১৮২
মোট	১৭৮৪	৬৬৪	৪২৯	২৮৭৭

প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য	রকেট	বিকাশ	উপায়	এম ক্যাশ	ফাস্ট ক্যাশ	মাই ক্যাশ	টেলি ক্যাশ	শিওর ক্যাশ	ওকে ওয়ালেট	ইসলামিক ওয়ালেট	নগদ	ট্যাপ	মেঘনা পে
হটলাইন নম্বর	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
সেবার বিবরণ ও মূল্য/ফি	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
গোপনীয়তা নীতিমালা	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√
অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পর্কিত তথ্য	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√
বার্ষিক প্রতিবেদন	√	X	√	√	√	X	√	√	√	√	X	X	√
নিরীক্ষা প্রতিবেদন	X	√	X	√	X	√	X	√	√	√	X	√	√
আচরণবিধি	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	X	X	X
অংশীদার সম্পর্কিত তথ্য	X	√	X	X	√	X	X	√	X	X	√	√	X
পরিচালনা পর্ষদ সম্পর্কিত তথ্য	X	√	√	X	X	X	X	X	X	X	√	√	X
সুরক্ষা ম্যানুয়াল	X	X	X	√	X	X	√	√	√	X	X	X	X
স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ নীতিমালা	√	X	X	√	X	X	√	X	X	X	X	X	√
মানবসম্পদ ম্যানুয়াল	X	X	X	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X
জেভার নীতিমালা	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



= ওয়েবসাইটে প্রকাশিত



= ওয়েবসাইটে নাই

* সর্বশেষ ভিজিট: ২৬ এপ্রিল ২০২৫

একই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের 'লোগো'র ব্যবহার (ওয়েবসাইট, ২০ জুন ২০২৪)



'নগদ'-এর সাদৃশ্যপূর্ণ নামে আরজেএসসি থেকে কোম্পানির নিবন্ধন গ্রহণ (ওয়েবসাইট, ২৭ অক্টোবর ২০২৪)

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	রেজিস্ট্রেশন নম্বর
১	'থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস লি.' এর নাম পরিবর্তন করে 'নগদ লিমিটেড' রাখা	প্রাইভেট কোম্পানি	সি-১৩৪০২৭
২	নগদ ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসি	পাবলিক কোম্পানি	সি-১৯৪৬৮৭
৩	নগদ ফাইন্যান্স পিএলসি	পাবলিক কোম্পানি	সি-১৮৭২৪২